রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, জানুয়ারি ৮, ২০২০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০১ জানুয়ারি ২০২০/১৭ পৌষ ১৪২৬

নং **০৩.১৪.২৬৯২.৮৭৬.২২.১৯৫.১৯-০২**—দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের বিদ্যমান ধারাবাহিকতা বেগবান করে উচ্চতর প্রবৃদ্ধির পথে উত্তরণের জন্য বাংলাদেশের বিপুল কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে উৎপাদনক্ষম মানবসম্পদে পরিণত করা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের ক্রমবর্ধমান চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে আর্থিক অনুদান প্রদানে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮ এর ধারা ১২(১)(ঘ) অনুসরণে ৪ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠক নং-মসবৈ-২০(১১)/২০১৯ এ সিদ্ধান্ত মোতাবেক “জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার নীতিমালা-২০১৯” জারি করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এই নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. আহমদ কায়কাউস
প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

মূল্য : টাকা ১২.০০

জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার নীতিমালা-২০১৯

১.০ ভূমিকা

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন-২০১৮ এবং জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালা-২০১১ এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রবৃদ্ধি অর্জনের বিদ্যমান ধারাবাহিকতাকে বেগমান করে উচ্চতর প্রবৃদ্ধির পথে উত্তরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের বিপুল কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে উৎপাদনক্ষম মানবসম্পদে পরিণত করা প্রয়োজন। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে দক্ষতা উন্নয়নের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনীয়তা মেটানোর জন্য সম্পদের চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। সর্বাধিক কর্মক্ষম জনসংখ্যাকে সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে কারিগরি ও প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার সুষ্ঠু ও ফলপ্রসু করার নিমিত্ত এই তহবিল ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন বিধায় এই নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো :

২.০ সংজ্ঞা

“কর্তৃপক্ষ” অর্থ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন-২০১৮ এর ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ সংক্ষেপে এনএসডিএ বোঝাবে;

“কার্যনির্বাহী কমিটি” অর্থ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন-২০১৮ এর ধারা ১১ এর অধীন গঠিত কার্যনির্বাহী কমিটি;

“কার্যানির্বাহী বোর্ড” অর্থ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান ও চার সদস্য সমন্বিত বোর্ড;

“গভর্নিং বোর্ড” অর্থ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন-২০১৮ এর ধারা ৮ এর অধীন গঠিত গভর্নিং বোর্ড;

“গবেষণা” অর্থ দক্ষতা উন্নয়ন এবং কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, দেশিয় ও আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারের চাহিদা, দক্ষ কর্মীর চাহিদা ও সরবরাহের ব্যবধান বিশ্লেষণ, সেক্টরভিত্তিক কর্মসংস্থানের পরিবর্তনের ধারা বিশ্লেষণ, প্রযুক্তি ও পরিবেশগত পরিবর্তনের কারণে কর্মীর কর্মপরিবেশে খাপ খাওয়ানো, ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা;

“জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল” অর্থ কোম্পানি এ্যাক্ট-১৯৯৪ এর আওতায় জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল হিসেবে নিবন্ধিত একটি তহবিল;

“দক্ষতা” অর্থে কোনো একটি নির্দিষ্ট কাজ করার জন্য অর্জিত জ্ঞান ও কৌশল বা শিল্প ও বৃত্তির আদর্শমান অনুযায়ী দেশিয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা মোতাবেক পণ্য ও সেবা উৎপাদনের সক্ষমতা ও সমার্থও অন্তর্ভুক্ত হবে;

“নির্বাহী চেয়ারম্যান” অর্থ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন-২০১৮ এর ধারা ৫ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন নিযুক্ত জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান;

“প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান” অর্থ দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবন্ধিত কোন প্রতিষ্ঠান;

“প্রশিক্ষণার্থী” অর্থ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবন্ধিত কোন প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে কোন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারী;

"পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি বা আরপিএল (Recognition of Prior Learning)" অর্থ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত কোন পেশার যেকোন স্তরে অনানুষ্ঠানিকভাবে অর্জিত দক্ষতার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান;

"ব্যক্তি" অর্থ দক্ষতা উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট সমীক্ষা/গবেষণা পরিচালনা ও উদ্ভাবন কাজে নিয়োজিত সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণকারী ব্যক্তি;

"মানবসম্পদ উন্নয়ন" হচ্ছে কতগুলো কাজের সমষ্টি যা পেশার নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়নের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তির কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করবে যা উৎপাদন কর্মে প্রয়োজনীয় উপকরণ হিসেবে মানুষের কারিগরি দক্ষতা বা ব্যবহারের উপযোগিতা সৃষ্টি করে। এটি একটি দীর্ঘ-মেয়াদী প্রক্রিয়া যা শিক্ষা,কর্মদক্ষতা, কর্ম-সম্পাদন, কর্মক্ষমতা সৃষ্টি এবং ইতিবাচক কর্মস্পৃহার মাধ্যমে পরিকল্পিতভাবে পেশার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি সাধন করবে;

"শিল্প দক্ষতা পরিষদ (আইএসসি)" অর্থ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত এবং কোম্পানি এ্যাক্ট-১৯৯৪ অনুযায়ী নিবন্ধিত কোন একটি শিল্প খাতের প্রতিনিধিত্বকারী সংঘ;

"সেন্টার অব এক্সিলেন্স" অর্থ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত সেন্টার অব এক্সিলেন্স মানদণ্ড অনুযায়ী গঠিত কোন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

৩.০ লক্ষ্য

দেশের বিপুলসংখ্যক জনগোষ্ঠীকে শিক্ষা ও কর্মমুখী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনসম্পদে পরিণত করা।

৪.০ উদ্দেশ্য

(১) মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার করে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মক্ষম মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রতিযোগিতামূলক শ্রমবাজারে কাজ পাওয়ার সামর্থ সৃষ্টি করা;

(২) দেশি ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ শ্রমশক্তি গড়ে তোলা;

(৩) প্রাক-নিয়োগ ও কর্মকালীন প্রশিক্ষণ এবং নারী, স্বল্পদক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী, অভিবাসী, দেশের ভিতর স্থানচ্যুত মানুষ, বয়স্ক শ্রমিক, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, বিভিন্ন সংস্কৃতি সংখ্যালঘু শ্রেণি, অনগ্রসর, প্রান্তিক ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠী এবং বেকার জনগোষ্ঠীর প্রশিক্ষণসহ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান;

(৪) প্রযুক্তিগত পরিবর্তন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পেশার পরিবর্তনের সংগতিসাধনের লক্ষ্যে রি-স্কিলিং ও আপ-স্কিলিং কার্যক্রম পরিচালনা করা;

(৫) পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের সংগে সংগতি রেখে ভাষা প্রশিক্ষণ;

(৬) কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে দক্ষ জনসম্পদে রূপান্তরের মাধ্যমে উৎপাদনশীল ও আয়বর্ধক কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনে সহায়তা প্রদান;

(৭) শিল্প দক্ষতা পরিষদ, শিল্প সংগঠনকে শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমকে চাহিদাভিত্তিক, মানসম্পন্ন এবং গতিশীল করা;

(৮) গবেষণা, সমীক্ষা ও উদ্ভাবন কাজে উৎসাহ প্রদান;

(৯) দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমে যুবসমাজকে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা।

৫.০ এনএইচআরডিএফ থেকে অর্থ বরাদ্দ প্রাপ্তির আবেদনের জন্য যোগ্য প্রতিষ্ঠান/কার্যক্রম

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, ২০১১ এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাজারভিত্তিক চাহিদার নিরিখে দক্ষতা উন্নয়নে মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিলের অর্থ ব্যবহার করা যাবে। এক্ষেত্রে প্রশিক্ষণার্থী, প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, শিল্প প্রতিষ্ঠান, শিল্প দক্ষতা পরিষদ, অর্থনৈতিক অঞ্চলের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, প্রতিবন্ধী, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, চর ও হাওড় অঞ্চলের জনগোষ্ঠী, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, পথ শিশু, তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠী, বস্তিবাসী, বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া, চাকরি প্রার্থী, বেকার, বিদেশগামী কর্মী, বিদেশ প্রত্যাগত কর্মী এ সুবিধার আওতায় আসতে পারে। তাছাড়া শিখন উপকরণের উন্নয়ন, স্ট্যান্ডার্ড ডেভেলপমেন্ট, সক্ষমতাভিত্তিক শিখন উপকরণ তৈরি, প্রশিক্ষক ও এ্যাসেসর উন্নয়ন, শিখন উপকরণ ও স্ট্যান্ডার্ডের আধুনিকায়ন, ল্যাব ও ওয়ার্কশপের আধুনিকায়ন, চাকরি মেলা, আন্তর্জাতিক সনদায়ন, বিদেশি স্বনামধন্য সনদায়ন প্রতিষ্ঠানের সাথে পারস্পরিক স্বীকৃতি, বিশেষজ্ঞ (জাতীয় ও আন্তর্জাতিক) প্রশিক্ষক নিয়োগ, অভিবাসী কর্মীদের পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি (আরপিএল) ইত্যাদি কাজেও এ তহবিল ব্যবহার করা যাবে। অর্থ প্রাপ্তির যোগ্য কার্যক্রম ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিম্নলিখিত শ্রেণিতে নির্ধারণ করা যেতে পারে:

(ক) সরকারি/বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান

(খ) শিল্প দক্ষতা পরিষদ (Industry Skills Council)

(গ) শিল্প সংগঠন (Industry Association)

(ঘ) যথাযথ সংস্থায় নিবন্ধিত এনজিও

(ঙ) অনুমোদিত সেন্টার অব এক্সিলেন্স

(চ) দক্ষতা বিষয়ক গবেষণা, জরীপ, সমীক্ষা, উদ্ভাবন, কাজে সম্পৃক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান

(ছ) আরপিএল কার্যক্রম সম্পৃক্ত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান

(জ) শিক্ষানবিশি কার্যক্রমে সম্পৃক্ত আইএসসি/শিল্প প্রতিষ্ঠান

(ঝ) দক্ষতা প্রশিক্ষণে সম্পৃক্ত শিল্প সংযোগ (Industrial Attachment) কার্যক্রম

(ঞ) প্রাক-কর্মসংস্থান ও বর্ধিত দক্ষতা উন্নয়নে (Up-skilled) সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান

(ট) যোগ্যতা ও উপযুক্ততা বিচারে এনএসডিএ কর্তৃক বিবেচিত অগ্রাধিকার খাত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান

(ঠ) আন্তর্জাতিকভাবে স্বনামধন্য সনদায়ন প্রতিষ্ঠান

৬.০ প্রশিক্ষণ প্রদানকারীদের নির্বাচন প্রক্রিয়া

এনএসডিএ আগ্রহী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের লক্ষ্যে সময় সময় উন্মুক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রচার করবে। আগ্রহী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নিজ উদ্যোগে নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে পারবে। আগ্রহী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত শর্তসমূহ বিবেচনা করা হবে:

ক. ইন্ডাস্ট্রি ইনস্টিটিউট লিংকেজ

খ. চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ

গ. প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা

ঘ. ভৌগলিক অবস্থান

৭.০ অর্থ বরাদ্দ প্রাপ্তিতে প্রতিষ্ঠানসমূহের যোগ্যতা নির্ধারণ

(ক) শ্রম বাজারে নতুন প্রবেশকারী এবং বিদ্যমান কর্মীর দক্ষতা বৃদ্ধিতে এ তহবিল অর্থায়ন করবে;

(খ) প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের Performance এর সাথে অর্থ বরাদ্দের যোগসূত্র থাকবে;

(গ) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীদের মধ্যে দুই তৃতীয়াংশের কর্মসংস্থান বা স্ব-কর্মসংস্থানের উপর অনুদান প্রদান নির্ভর করবে;

(ঘ) প্রশিক্ষণ প্রদানের সক্ষমতা অর্থাৎ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, দক্ষ প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষণ উপকরণসহ প্রয়োজনীয় লোকবল থাকতে হবে;

(ঙ) কর্মরত কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি (upskilling) কার্যক্রমের আংশিক ব্যয়ভার (cost sharing) বহনে সক্ষম প্রতিষ্ঠান যোগ্য হবে;

(চ) প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে নিয়োগকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিবিড় যোগাযোগ থাকতে হবে;

(ছ) দক্ষতা বিষয়ক গবেষণা কাজে সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানকে গবেষণা কাজে প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;

(জ) নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন ও বার্ষিক সাধারণ সভাসহ কোম্পানি আইন-১৯৯৪ এর ধারা ২৮ অনুযায়ী সঠিকভাবে পরিচালিত শিল্প দক্ষতা পরিষদ অর্থ বরাদ্দপ্রাপ্তির যোগ্য হবে।

৮.০ তহবিল হতে অর্থ বরাদ্দ প্রদান

৮.১ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত কোন প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান অর্থ সহায়তা পেতে পারে। এখানে অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ যে সকল নির্ণায়কের ওপর নির্ভর করবে তা হচ্ছে :

১. কোর্সের ধরন

২. কোর্সের ব্যাপ্তিকাল

৩. প্রশিক্ষকের সম্মানী

৪. কোর্স সমন্বয়কের সম্মানী

৫. প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা

৬. প্রশিক্ষণার্থীর যাতায়াত ও উপবৃত্তি

৭. সরবরাহকৃত প্রশিক্ষণ উপকরণ

৮. সহায়ক কর্মচারীর ভাতা

৯. অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয়

এনএসডিএ প্রশিক্ষণ ব্যয়ের একটি ছক ও বরাদ্দকৃত অর্থ ছাড়ের প্রয়োজনীয় শর্তাবলিসম্বলিত একটি আদেশ জারি করবে।

৮.১.১ প্রশিক্ষণার্থীকে উপবৃত্তি প্রদানের মানদণ্ড

ক) যে সকল প্রশিক্ষনার্থী জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত কোর্সে অংশগ্রহণ করবে তাদেরকে এনএসডিএ কর্তৃক নির্ধারিত হারে উপবৃত্তি প্রদান করা হবে;

খ) যে কোন পেশায় যে কোন স্তরে প্রথমবার এসেসমেন্টে অংশগ্রহণের জন্য একটি নির্ধারিত ফি জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল হতে বহন করা যাবে। প্রথমবার এসেসমেন্টে উত্তীর্ণ না হলে পরবর্তী যে কোন এসেসমেন্টের ফি প্রশিক্ষণার্থী নিজে বহন করবেন;

গ) শিল্প কারখানায় এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষানবিশি প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রতিদিনের জন্য এনএসডিএ কর্তৃক একটি নির্ধারিত হারে ভাতা প্রাপ্য হবেন;

ঘ) শিক্ষানবিশি কার্যক্রম পরিচালনাকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানকেও সহায়তা প্রদান করা যাবে।

৮.১.২ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, ল্যাব উন্নয়নসহ অন্যান্য অবকাঠামো

প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত কোন প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনার জন্য ওয়ার্কশপ/ল্যাবের যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও স্থাপন, নতুন উদ্ভাবিত পেশার প্রশিক্ষণ প্রবর্তন, শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ ও তৈরি, প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ করার জন্য নির্ধারিত ফরমে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করতে পারবে। পরিপূর্ণ প্রস্তাবের (যেমন কী ধরনের যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও স্থাপন করা হচ্ছে, নতুন উদ্ভাবিত পেশার ধরন ইত্যাদি) ওপর ভিত্তি করে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা যাবে। এনএসডিএ বরাদ্দকৃত অর্থ ছাড় ও অন্যান্য শর্তাবলিসম্বলিত একটি আদেশ জারি করবে।

৮.২ সেন্টার অব এক্সিলেন্স

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত নীতি ও মানদণ্ড অনুযায়ী সেন্টার অব এক্সিলেন্স নিবন্ধন করবে। নিবন্ধিত সেন্টার অব এক্সিলেন্স কার্যক্রম পরিচালনা, ল্যাব উন্নয়ন, ইনোভেশন, গবেষণা কাজে জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিলের অর্থ গ্রহণ করতে পারবে। তাছাড়া কোন বিশেষ ক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিবেচনায় নতুন সেন্টার অব এক্সিলেন্স প্রতিষ্ঠার জন্য জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিলের অর্থ গ্রহণ করতে পারবে।

৮.৩ শিল্প দক্ষতা পরিষদ

"শিল্প দক্ষতা পরিষদ (আইএসসি)" জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত এবং কোম্পানি এ্যাক্ট-১৯৯৪ অনুযায়ী নিবন্ধিত কোন একটি শিল্প খাতের প্রতিনিধিত্বকারী সংঘ। নতুন আইএসসি গঠন এবং গঠিত আইএসসিসমূহ শক্তিশালীকরণের জন্য অর্থ সহায়তা প্রদান করা যাবে।

৮.৩.১ নতুন আইএসসি গঠন

কোন একটি শিল্প সেক্টরে দক্ষ শ্রমশক্তির চাহিদা নিরূপণ, চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ স্টান্ডার্ড প্রণয়ন, এসেসমেন্ট, শিক্ষানবিশি, আরপিএল ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নতুন আইএসসি গঠনের জন্য ওয়ার্কশপ, সেমিনার, সভা আয়োজনসহ দেশে বিদেশে শিক্ষা সফরের আয়োজন করার জন্য অর্থ সহায়তা প্রদান করা যাবে।

৮.৩.২ গঠিত আইএসসি শক্তিশালীকরণ

গঠিত আইএসসিসমূহের কার্যক্রম পরিচালনা, চাহিদার জরিপ পরিচালনা, চাহিদার পূর্বাভাস, প্রশিক্ষণ স্টান্ডার্ড প্রণয়ন, এ্যাসেসর তৈরী, শিক্ষানবিশি, আরপিএল ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অর্থ সহায়তা প্রদান করা যাবে।

৮.৪ শিল্প সংগঠন

যে সকল সেক্টরে আইএসসি গঠিত হয় নাই সেসকল ক্ষেত্রে শিল্প সংগঠনের দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম এবং কর্মরত কর্মীর আপ-স্কিলিং ও রি-স্কিলিং পরিচালনার জন্য জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল হতে অর্থ সহায়তা প্রদান করা যাবে।

৮.৫ শিল্প প্রতিষ্ঠান

যে সকল সেক্টরে আইএসসি গঠিত হয়নি সেসকল ক্ষেত্রে শিল্প প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম এবং কর্মরত কর্মীর আপ-স্কিলিং ও রি-স্কিলিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল হতে অর্থ সহায়তা প্রদান করা যাবে।

৮.৬ আরপিএল কার্যক্রম

ব্যক্তির অনানুষ্ঠিকভাবে অর্জিত দক্ষতাকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে আরপিএল কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল হতে অর্থ সহায়তা প্রদান করা যাবে।

৮.৭ দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কিত গবেষণা, সমীক্ষায় ও উদ্ভাবন কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান

দক্ষতা উন্নয়ন, দেশিয় ও আন্তর্জাতিক শ্রম, বাজারের চাহিদা, দক্ষ কর্মীর চাহিদা ও সরবরাহের ব্যবধান বিশ্লেষণ, সেক্টরভিত্তিক কর্মসংস্থানের পরিবর্তনের ধারা বিশ্লেষণ, প্রযুক্তি ও পরিবেশগত পরিবর্তনের কারণে কর্মীর কর্মপরিবেশে খাপ খাওয়ানো, এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ও সুযোগ কাজে লাগানো, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, ডেল্টা প্লান বাস্তবায়নসহ ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল হতে অর্থ সহায়তা প্রদান করা যাবে।

৯.০ তহবিলের জন্য আবেদন প্রক্রিয়াকরণ

(১) এনএসডিএ- তে নিবন্ধিত প্রশিক্ষণ ও শিল্প প্রতিষ্ঠান আবেদন করতে পারবে। তবে সমীক্ষা/গবেষণা ইত্যাদি পরিচালনা ও উদ্ভাবন কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানও আবেদন করতে পারবে।

(২) সহায়তা পেতে ইচ্ছুক সকল ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে নির্ধারিত ফরমে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান বরাবর আবেদন করতে হবে।

(৩) এনএসডিএ বিভিন্ন প্রকৃতির আবেদন করার নিমিত্ত পৃথক পৃথক ফরম জারি করবে।

(৪) আবেদনকারীকে চাহিত সকল তথ্যাদি ও দলিল প্রদান করতে হবে।

(৫) এনএসডিএ কর্তৃক নির্ধারিত নিবন্ধন ফি প্রদান করতে হবে। তবে সরকার কর্তৃক পরিচালিত কোন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এ ফি প্রযোজ্য হবে না।

(৬) আবেদন প্রাপ্তির পর নির্বাহী চেয়ারম্যান আবেদনকারীর নিকট স্বীয় বিবেচনায় যা মনে করেন, সেরূপ অতিরিক্ত তথ্য ও দলিল নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চাইতে পারবেন।

(৭) অতিরিক্ত তথ্য/দলিল প্রদানে ব্যর্থ হলে আবেদন প্রত্যাহার হয়েছে বলে গণ্য হবে এবং আবেদনটি আর প্রক্রিয়া করা হবে না। তবে প্রতিষ্ঠানটি/ব্যক্তি নতুন করে আবেদন করতে পারবে।

(৮) নির্বাহী চেয়ারম্যান অথবা এনএসডিএ-এর যে কোন কর্মকর্তা আবেদনে বর্ণিত তথ্যের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করতে পারবেন।

(৯) আবেদন নিষ্পত্তি হওয়ার আগে যে কোন সময় আবেদনকারী তার আবেদন প্রত্যাহার করতে পারবেন।

(১০) দাখিলকৃত আবেদন এনএসডিএ- তে সদস্য (বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ), পরিচালক (বাস্তবায়ন) ও সংশ্লিষ্ট আইএসসি'র একজন প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত যাচাই কমিটি যাচাই-বাছাইপূর্বক সুপারিশসহ কার্যনির্বাহী বোর্ড এর নিকট উপস্থাপন করবে।

(১১) কার্যনির্বাহী বোর্ড তহবিল প্রদানের আবেদন ও প্রদেয় অর্থের পরিমাণ অনুমোদন করবে। অতঃপর এনএসডিএ অনুমোদিত অর্থ আবেদনকারীর অনুকূলে অবমুক্ত করার জন্য কোম্পানি বরাবর অনুরোধ জানাবে।

(১২) কোন আবেদন সুপারিশ করা না হলে আবেদনকারী তার কারণ জানতে চাইতে পারে। এনএসডিএ তার কারণ আবেদনকারীকে অবহিত করবে।

(১৩) কোন সংক্ষুব্ধ আবেদনকারী সিদ্ধান্ত অবহিত হওয়ার ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে নির্বাহী চেয়ারম্যান বরাবর তার আবেদন পুনঃবিবেচনার জন্য আবেদন করতে পারবে।

১০.০ তহবিলের জন্য দাখিলকৃত আবেদন নাকচকরণ

নিম্নবর্ণিত কারণে আর্থিক সহায়তার আবেদন নাকচ করা যাবে :

(১) প্রতিষ্ঠানটি নিবন্ধিত না হলে;

(২) জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিলে সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরে পর্যাপ্ত অর্থ না থাকার কারণে;

(৩) এনএসডিএ কর্তৃক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুমোদিত না হলে;

(৪) আবেদনের সকল শর্ত প্রতিপালিত না হলে;

(৫) অসত্য ও প্রতারণামূলক তথ্য প্রদান করলে বা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোপন করলে অথবা ভুল তথ্য প্রদান করলে;

(৬) প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি একই উদ্দেশ্যে অন্য কোন উৎস থেকে অর্থ গ্রহণ করলে;

(৭) এনএসডিএ কর্তৃক প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন বাতিলের নির্দেশ প্রদান করলে।

আবেদনের সাথে সরবরাহকৃত কোন তথ্যের বিষয়ে বা কোন বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রয়োজন হলে কমিটি সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে সভায় উপস্থিতির জন্য অনুরোধ করতে পারবে।

১১.০ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি

দক্ষতা উন্নয়নের জন্য জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল হতে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত অর্থ যথাযথভাবে ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করবে। এজন্য এনএসডিএ একটি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন গাইডলাইন জারি করবে। অর্থের যথাযথ ব্যবহারের সাথে কর্মসূচিও সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কী না তা পর্যবেক্ষণ করবে এবং কোথায় কোন ব্যত্যয় হলে কী ধরনের পদক্ষেপ নেয়া হবে তা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এনএসডিএ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সারণীসমূহ জারি করবে।

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd